রদ্দে-বেদাত

দ্বিতীয় ভাগ

হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

রদ্দে-বেদাত

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতে
অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান,
সু-প্রসিদ্ধপীর শাহ্‌সুফী আলাহজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছিস, মুবাল্লিগ,
মুবাহিছ, ফকিহ্‌ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মাদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন -

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার প্রেস
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
(চতুর্থ মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ●

রদ্দে-বেদাত

❖

দ্বিতীয় ভাগ

আমাদের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীনে একজন আলেম নক্‌শবন্দীয়া তরিকার ফকির হইবার দাবি করিয়া নিম্নোক্ত মতগুলি প্রকাশ করিতেছেন, এক্ষণে আমরা তাঁহার মতগুলির সত্যাসত্যের বিষয় বা তাঁহার নিকট মুরিদ হওয়ার বিষয় অবগত হইতে বাসনা রাখি। আশা করি, আলেম মণ্ডলী এতদ সম্বন্ধীয় দলীলাৎ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

(১ম) তাঁহার মুরিদগণ বলেন, শরিয়ত পৃথক বস্তু, আর তরিকত হকিকত ও মা'রেফাত পৃথক বস্তু। শরিয়ত-পন্থী আলেমগণ তরিকতের কার্য্য-কলাপের উপর আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না।

(২য়) তাঁহারা আরও বলেন, আমাদের পীর সাহেব গায়েবের কথা বলিয়া থাকেন এবং তিনি কলিকাতা বসিয়া এ দেশের মুরিদদিগের অবস্থা জানিতে পারেন।

৩ম তিনি নক্‌শবন্দীয়া তরিকার ফকির বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু নিজের মুরিদগণকে এরূপ উচ্চস্বরে জেকের করিতে অনুমতি দেন, যাহাতে পল্লী বাসীদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

৪র্থ তাহারা জেকের করিতে করিতে লাফালাফি, মারামারি, চড়াচড়ি, কিলাকিলি, কামড়াকামড়ি, দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গি ও গলা টিপাটিপি করেন এবং ঘরের আড়ার উপর ওঠেন এবং পীর উক্ত কাণ্ডকলাপ করিতে নিষেধ করেন না।

৫ম তাহার মুরিদেরা তাঁহার পায়ের উপর মুখ ও মাথা ঘসিতে থাকে, গোনাহ মাফ করুন বলিয়া অনেকক্ষণ ঐরূপ ভাবে পড়িয়া থাকে।

৬ষ্ঠ স্ত্রীলোক মুরিদ হইলে, কতক স্থলে অতি উচ্চস্বরে জেকের করিতে থাকে। কখন জেকের করিতে করিতে অচৈতন্য ও উলঙ্গ হইয়া পড়ে।

৭ম তিনি অধিকাংশ সময় মুরিদের বাটীর মধ্যে থাকেন এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পায় হাত দিয়া ছালাম করিয়া থাকে এবং তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতে থাকে।

৮ম তিনি মুরিদগণকে ওয়াজ-নছিহত করেন না বরং যে আলেমরা ওয়াজ-নছিহত করেন, তাঁহাদের নিন্দাবাদ করেন।

৯ম তিনি কাহাকেও ছালাম করেন না বরং কাহারও ছালামের উত্তর দেন না।

১০ম যে দিনদার মুসলমান তাঁহার নিকট মুরিদ না হয়, তিনি বা তাঁহার মুরিদগণ তাঁহার দাওয়াৎ স্বীকার করেন না।

১ম মসলার উত্তর

শাওয়ারেক মক্কিয়া—

فانهم قد صرحوا بان الحقيقة مولفة بالشريع نهى العقئد والاصول و ليست احدهما خارجة عن الاخر حتى قالو ان كل حقيقة لا يشهد لها الشوع فهى زندقة كما ذكوه الشيخ عبد القادر جيلانى رضى اللّه عنه فى الفتوح و شيخ الشيوخ قدس شره فى العروف و هذه ضابطة كلية اجمع الصوفية كلها عليها كما ذكو فى قواعد الطريقة فى الجمع بين الشريعة و الحقيقة و قال الغوث الاعظم رض فى ملفوظاة الشريفة من لم يكن الشرع رفيقه الى جميعا احواله فهو هالك مع الهالكين و قال سيد الطائفة جنيد البغدادى رض ان طريقتنا هذه مشيدة بالكتاب و السنة فلو رايتم رجلاقد تربع فى الهواء فلا تقتدوا به حتى تنظر وه عدن رجلامر و النهى و قال ان الطريق مسدود الا على المتقفين اثار رسول الله صلعم فمن لم يحفظ القرآن و لم يكتب الحديث لا يقتدى به كذا ذكر الشعرانى فى طبقاته و هكذا كثير من اقوال المشائخ الصوفية الصفية رض

তাছাওয়াফ-তত্ত্বজ্ঞ পীরগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হকিকত আকায়েদ ও মূল বিধি ব্যবস্থার শরিয়তের সমান। এক অন্য হইতে পৃথক নহে। জনাব হজরত বড় পীর সাহেব 'ফতুহোল-গায়েব' কেতাবে এবং পীর মহিউদ্দীন আরাবি 'আওয়ারেফ' কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে হকিকতের দলীল শরীয়তে নাই, উহা কাফেরী কাজ। কাওয়াএদে-তরিকতে লিখিত আছে যে, উপরোক্ত মতের উপর সমস্ত পীরের একমত (এজমা) হইয়াছে। জনাব হজরত বড় পীর

সাহেব মলফুজাতে লিখিয়াছেন যে, সমস্ত অবস্থায় শরিয়ত যাহার সহকারী না হয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের সহিত জাহান্নামে পড়িবে। পীর হজরত জোনাএদ বাগদাদী বলিয়াছেন যে, আমাদের এই তরিকতের ভিত্তি কোরান ও হাদিছ দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে, যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে বাতাসের উপর সমাধীন দেখ, তবে যতক্ষণ না তাহাকে শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন দেখ, ততক্ষণ তাহার পয়রবি (অনুসরণ) করিও না আরও তিনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) শরিয়ত পালন না করে, তাহার উপর (জন্য) তরিকতের পথ বন্ধ। যে ব্যক্তি কোরান স্মরণ না করে, এবং হাদিছ লিপিবদ্ধ না করে (অর্থাৎ কোরান ও হাদিছের পয়রবি না করে), তাহার পয়রবি করা জায়েজ নহে। এমাম শায়ারানি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠতম পীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

কোরআন, ছুরা আল এমরাণ ;—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر •

তোমাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোক হওয়া আবশ্যক যাহারা সৎকাজের দিকে আহ্বান করেন, সৎকাজের জন্য হুকুম করেন এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করেন।

ছহিহ মোছলেম ;—

من رای منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان •

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখে, তাহাকে নিজ হস্ত দ্বারা উহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, যদি ইহা করিতে না পারে, তবে নিজ মুখ দ্বারা (নিষেধ করিবে), আর যদি উহা করিতে না পারে, তবে অন্তঃকরণ হইতে (উহা মন্দ জানিবে), উহা ইমানের অতি দুর্ব্বল অবস্থা।"

পাঠক, উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ হইতে প্রমাণিত ইতেছে যে, কোন আলেম কাহাকেও শরিয়তের খেলাফ কাজ করিতে দেখিলে, বক্তৃতা বা লেখনী দ্বারা উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা তাহার পক্ষে ওয়াজেব।

—

২য় মসলার উত্তর

কোরআণ,—

و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو

তাহার (খোদার) নিকট গায়েবের কুঞ্চিকা (আছে),তাহা ব্যতীত অন্য কেহই উহা জানে না।

কোরআণ, ছুরা নমল,—

قل لا يعلم من فى السموات و الارض الغيب الا الله

বলুন (মোহাম্মদ ছাঃ) খোদাতায়ালা ব্যতীত যাহারা আকাশ ও জমিতে আছেন, তাহারা গায়েব জানেন না।

কোরআণ, ছুরা আরাফ,—

قل لا املك لنفسى نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله و لو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الطير و ما مسنى السوء

"বলুন (মোহাম্মদ ছাঃ) আমি খোদাতায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ আত্মার লাভ ও ক্ষতির মালিক নহি। যদি আমি গায়েব জানতাম, তবে নিশ্চয় আমি বেশী সম্পদ লাভ করিতাম এবং বিপদ আমাকে স্পর্শ করিত না।

যদি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) গায়েব জানিতেন, তবে তিনি 'ওহোদ' যুদ্ধে গমন করিতেন না, অর্থ্যাৎ এবং শত্রুগণের কর্ত্তৃক তাঁহার

পবিত্র দন্ত শহিদ প্রাপ্ত হইত না।

তফছিরে খাজেন ;—

যে সময় কতকগুলি লোক জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সহধর্ম্মিণী হজরত আএশার (রাঃ) উপর অযথা কলঙ্কারোপ করিয়া ছিল, সেই সময় হজরত শোকে ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া ছিলেন, তৎপরে তাঁহার নির্দ্দোষিতার সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের আয়ত অবতীর্ণ হইলে, তাহার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। যদি হজুর গায়েবের সংবাদ জানিতেন, তবে কখনও এরূপ করিতেন না।

ফেক্‌হে আকবরের টীকা, ১৮৫ পৃষ্ঠা ;—

وبالجملة العلم بالغيب امر تفرد به سبحانه و تعالى ولا سبيل

اليه العباد (الي) ذكر الحنفية با لتكفير با عتقاد ان النبى ص يعلم الغيب معرضة قوله تعالى كل يعلم من في السموات و الارض الغيب الا الله □

মূল মন্তব্য এই যে, খাছ খোদাতায়ালা গায়েবের (গুপ্ত) সংবাদ অবগত আছেন, মনুষ্যেরা উহা অবগত হইতে পারে না, হানাফি এমামগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কেহ জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ)এর গায়েব জানিবার ধারণা করে, তবে কোরআণ শরীফের আয়তের বিরুদ্ধবাদী হওয়ার জন্য কাফের হইয়া যাইবে।

তফছিরে খাজেন ;—

য়ীহুদীরা জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) কে রূহ, জুল্‌কার নায়েন ও আসহাবে কাহাফ, সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কল্য তোমাদিগকে ইহা জানাইব কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলেন নাই, এই হেতু চল্লিশ দিবস অহি বন্ধ ছিল এবং হজুর ইতিমধ্যে উহার উত্তর দিতে পারেন নাই। যদি হজরত গায়েবের

সংবাদ জানিতেন, তবে য়ীহুদীদের প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ দিতে পারিতেন।

তফছিরে মাদারেক ;—

হজরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার পুত্র হজরত ইউছুফের (আঃ) বিচ্ছেদে সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাহার দুইটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তৎপরে হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহার জীবিত থাকিবার সংবাদ অবগত করাইয়াছেন।"

যদি উক্ত নবী গায়েবের সংবাদ জানিতেন, তবে এত অধিককাল অশ্রুবর্ষণ করিতেন না।

শামি কেতাবে আছে ;—

فى البزازية يكفر بادعاء علم الغيب بالاتيان الكاهن و تصديقة (فى التاتارخنية) يكفر بقوله انا اعلم المسروقات او انا اخبار عن اخبار الجن اياى *

বাজ্জাজিয়া কেতাবে বর্ণিত আছে; গায়েব জানিবার দাবী করিলে ও গণকের নিকট গমণ করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস করিলে কাফের হইবে।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি কেহ বলে, আমি অপহৃত বস্তু সকলের সংবাদ জানিতে পারি, কিম্বা জেনেরা আমাকে সংবাদ প্রদান করে বলিয়া আমি উক্ত সংবাদ প্রকাশ করি, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ বলে, অমুক পীর গায়েবের কথা জানেন, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এরশাদোত্তালেবীন কেতাবে লিখিত আছে যে, চৈতন্য বা নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের হৃদয় পটে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত হয়, উহাকে 'কাশফ' বলে। খোদাতায়ালা বা কোন ফেরেস্তা মানুষের হৃদয়ে যাহা নিক্ষেপ করেন, উহাকে 'এলহাম' বলে।

আর শয়তান কর্ত্তৃক যাহার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, উহাকে

"আছওয়াছা" বলে। অলিউল্লাহদের কাশফ অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে কেননা দুইজন অলিউল্লাহ এক বিষয়ে কাশফ করিয়া দুইরূপ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, এবং একজন অলিউল্লাহ কোন বিষয়ে দুই সময় কাশফ করিয়া দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে কাশফ অকাট্য সত্য হইতে পারে না। এমাম রব্বানি মকতুবাতে লিখিয়াছেন যে, কাশফে বহু ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

আকায়েদে নাছাফিতে লিখিত আছে, এলহাম দ্বারা এলমে একিনী (অকাট্য জ্ঞান লাভ হইতে পারে না)।

আনফাছোল আকাবেরে লিখিত আছে, অদৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করা ক্রীড়াজনক কাজ, রোগীও সন্নাসীগণ এইরূপ করিয়া থাকে, ইহা তরিকতের শর্ত্ত নহে।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কেহই গায়েবের কথা জানে না, আর কাশফের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিলে বা উহাকে অকাট্য জানিলে, গায়েব জানিবার দাবি করা হয়। কাজেই উহাতে মহা পাপ হইবে।

যদি আধুনিক পীরেরা গায়েব জানিতেন এবং হালাল হারাম টাকা বাছিয়া লইতে পারিতেন, তবে জমির মধ্যে গুপ্ত ধন কোথায় আছে, বা কন্যার বিবাহ কোন নওশাহার সহিত হইবে, জানিতে পারিতেন।

৩য় মসলার উত্তর

কোরআন, ছুরা আরাফ ঃ—

و اذكر اسم ربك تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول

"আর তুমি কাতর ও ভীত ভাবে এবং অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালকের নামের জেকের কর।"

তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বেদাতি ধারণা করি।"

মোস্তাফা লেখক বলিয়াছেন যে, উচ্চস্বরে জেকের করা মকরুহ। ফাতাওয়া আল্লামিয়া ও বাহরিয়াতোল-মোগ্নিতে বর্ণিত আছে যে, জেকেরের সময় ছুফিদিগকে উচ্চশব্দ করিতে নিষেধ করা আবশ্যক।

কওলোল-জমিল ;—

والمراد بالجهر هو غير المفرط فلا منافة بينه و بين ما نبى رسول الله صلعم حيث قال اربعوا الخ -

কাদরিয়া তরিকার জলি জেকের করিবার নিয়ম আছে, আর হাদিছ শরিফে উচ্চ শব্দ জেকের করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; এই বিরোধ ভঞ্জন এইরূপে হইবে যে, কাদরিয়া তরিকায় অল্প অল্প আওয়াজে (শব্দে) জেকের করিতে হয়, ইহা নিষিদ্ধ নহে; আর হাদিছ শরিফে উচ্চ শব্দে জেকের করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মাওলানা আবদুল হই লাখ্নুবি (মরহুম) সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার প্রথম খন্ডে লিখিয়াছেন যে, একটু একটু আওয়াজে জলি জেকের করা জায়েজ আছে; কিন্তু ছহিহ বোখারি, মোছলেম আবু দাউদ ও তেরমেজির হাদিস সকল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে। বেশী শব্দে জেকের করা একেবারে নাজায়েজ এবং উহাতে বহু দোষ আছে। আলেমগণের পক্ষে ওয়াজেব যে, তাঁহারা যেন উপরোক্ত জেকের কারীদের উপর এনকার করেন।

মকতুবাত এমাম রাব্বানি, ১ম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা ;—

"নির্ব্বোধ শিশুরা ফলমূল লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে, কিন্তু নক্শবন্দীয়া তরিকার পীরগণ উহাদের ন্যায় অমূল্য রত্ন স্বরূপ শরিয়তকে লম্ফঝম্ফ দিয়া নষ্ট করেন না; তাহারা ফকিরদের অসার বাহ্য আড়ম্বরে প্রতারিত ও বিমোহিত হন না, শরিয়ত-নিষিদ্ধ পথাবলম্বনে এবং ছুন্নতের বিরুদ্ধাচরণে যে সকল অবস্থা রক্ষিত হয়,

তাহা গ্রাহ্য করেন না, সেই হেতু তাঁহার গীত ও জেকেরের সময় ছট্‌ফট করা জায়েজ বলেন না ও উচ্চস্বরে জেকের করেন না।"

আন্‌কাছোল আকাবের ৮ পৃষ্ঠা ;—

"নকশবন্দীয়া তরিকার পীরেরা গীত ও জেকের কালে লাফালাফি করা জায়েজ বলেন না বরং উচ্চস্বরে জেকের করা মন্দ জানিয়া উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক দিবস হজরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রহঃ) ছাহেবের মজলিসে, শেখ কালাল আহার করিবার পূর্ব্বে উচ্চস্বরে বিছমিল্লাহ পড়িয়াছিলেন, ইহাতে খাজা সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আহারের মজলিসে আসিতে নিষেধ করেন।

পাঠক, যাহারা নক্‌শবন্দীয়া তরিকার ফকির হইয়া উচ্চস্বরে জেকের করেন, তাহারা রিয়াকার ও ভন্ড তপস্বী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চতুর্থ মসলার উত্তর

আলমগিরি ;— ৫/৩৫২

و من اليتيمية سئل الحلوائى عمن سموا انفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع لبس واشتغلوا باللهو و الرقص وادعوا لانفسهم منزل فقال الافتروا علي كذبا و سئل ان كانوا زايغين من الطريقة المستقيم هل ينفون من البلاد ليقطع فتنتهم عن العامة فقال اماتة الاذي ابلغ فى الصيانة و امثل فى الديانة و تمييز الخبيث من الطيب ازكى و اولى *

ফাতাওয়া একিমিয়াতে বর্ণিত আছে যে, লোকে এমাম

হালওয়ায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাহারা আপনাদিগকে ছুফি (দরবেশ) বলিয়া পরিচয় দেয়, একপ্রকার খাস্ পোষাক পরিধান করে, লাফালাফি ও ক্রীড়া করিতে রত থাকে এবং আপনাদিগকে খোদার নিকট (পদ প্রাপ্ত) বোজর্গ বলিয়া দাবী করে, (তাহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?) তদুত্তরে উক্ত এমাম বলিলেন, তাহারা খোদাতায়ালার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে। আরও লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি তাহারা (উক্ত দরবেশ দল) গোমরাহ হয়, তবে সাধারণ লোক তাহাদের কর্ত্তৃক প্রচারিত ও গোমরাহ না হয়, এইহেতু তাহাদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে কি না? এমাম হালওয়ায়ী এতৎশ্রবণে বলিলেন, পথ হইতে কন্টক দূর করা দিনদারী ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অতি উত্তম। পবিত্র হইতে অপবিত্রকে পৃথক করা উচিত।

আলমগিরি ;— ৫/৩৫২

عن جواهر الفتاوى قال السماع والقول والرقص الذى يعلمه الصوفية في زماننا حرام لا يجوز القصد اليا و الجلوس عليه و هو والغناء والمزامير سواء ـ

জাওয়াহেরোল-ফাতাওয়াতে বর্ণিত আছে, বর্ত্তমান কালের ছুফিগণ গীত করিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং লাফালাফি নাচানাচি করিয়া থাকে, ইহা হারাম, তাহাদের নিকট যাওয়া ও তাহাদের মজলিশে বসিয়া থাকা জায়েজ নহে। লাফালাফি করা এবং গীত বাদ্য করা একই সমান।

তফছিরে-জোমাল ;—

في القرطبي و سئل الامام ابوبكر الطرطوشي ما يقول سيدنا الفقيه في جماعة يجتمعون و يكثرون من ذكر الله تعالى و ذكر محمد صلعم ثم انهم يضربون بالقضيب على شيء من الطبل و يقوم بعضهم يرقص و يتوجد حتى يقع

مغشیها علیه یحضرون شیأ یأکلونه فهل الحضور معهم جائز امر لا افعونا رحمکم الله الجواب یرحمك الله مذهب الصوفیة بطالة و جهالة و ضلالة وما الاسلام الا کتاب الله و سنة رسوله صلعم و الرقص و متواجد فاول من احدثه السامری لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فقاموا یرقصون حوله و یتواجدون فهو دین الکفار و عباد العجل .

তফছির-কোরতবিতে বর্ণিত আছে, লোকে এমাম আবুবকর তরতুশিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি এ বিষয়ে কি বলেন যে, একদল লোক একস্থানে সমবেত হইয়া অতিরিক্ত খোদার জেকের ও হজরত নবি করিমের (ছাঃ) বিষয় উত্থাপন করিতে থাকে, তৎপরে তাহারা বাদ্য বাজাইতে থাকে, কতক লোক লাফালাফি করিতে থাকে, তৎপরে তাহারা বাদ্য বাজাইতে থাকে, কতক লোক লাফালাফি করিতে থাকে এবং ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তথায় কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখে, এইরূপ স্থলে কাহারও উপস্থিত হওয়া জায়েজ হইবে কি না?

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এইরূপ ফকিরদের মত বাতীল মূর্খতা ও গোমরাহী। কোরান ও হাদিছ ভিন্ন ইসলাম, অন্য কিছুই হইতে পারে না। ছামিরির শিষ্যগণ প্রথমেই নাচানাচি ও ছট্‌ফট্ করিবার নিয়ম প্রচলন করে,—যে সময় ছামিরি তাহাদের জন্য শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সময় তাহারা উহার চতুর্দ্দিকে নাচানাচি ও লাফালাফি করিয়াছিল, ইহা কাফের ও গো-বৎস-পূজকদের রীতি।

তফ্ছির কবির, ৭ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা ;—

ان اولیاء الله موصوفین بانهم عند المکاشفات و المشاهدات تارة تقشعر جلودهم و اخری تلین جلودهم

وقلو بهم ذكر الله و ليس فيه ان عقولهم تزول وان اعضاء هم تضطرب فدل هذاعلى ان تلك الا حوال لو حصلت لكانت من الشيطان ـ

মোকাশাফা ও মোশাহাদার সময় অলিউল্লাহদিগের শরীরের লোম শিহরিয়া উঠে এবং খোদাতায়ালার জেকেরের জন্য তাঁহাদের চর্ম্ম ও হৃদয় কোমল হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হন না এবং তাঁহাদের শরীর কম্পিত হয় না। যদি কাহারও জ্ঞান রহিত হয় এবং শরীর বিকম্পিত হয়, তবে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে জানিবে।

নেছাবোল-এহ্তেছাবে বর্ণিত আছে, বর্ত্তমান কালের ফকিরেরা জেকেরের সময় লাফালাফি করে ও গীত গাইয়া থাকে, ইহা হারাম, আলেমদিগের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে তাড়না করা ওয়াজেব। জখিরা কেতাবে আছে, উহা গোনাহ কবিরা। যদিও বাতব্যাধি গ্রস্ত লোকের ন্যায় তাহাদের শরীর অনিচ্ছায় কম্পিত হয়, তথাচ উহা শরিয়তে নাজায়েজ।

শামি কেতাবে আছে,—

وقم نقلى البزازية عن اجمع الائة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب و الر قص قال و آيت فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والد ين الكرما فى ان مستحل هذا الرقص كافر

বাজ্জাজিয়া কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, গীত, বাদ্য ও নাচানাচি করা হারাম, ইহার প্রতি এমামগণের একমত (এজমা) হইয়াছে। আমি শায়খোল-ইসলাম জালালুদ্দিন কেরমানির ফৎওয়া দেখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এইরূপ লাফালাফি করাকে হালাল জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।"

জামেয়োল ফাতাওয়া ও দোররায়-মনিফা কেতাবদ্বয়ে ঐরূপ বর্ণিত আছে।

এরশাদোত্তালেবিন, ২৭১ পৃষ্ঠা,—২৭৫।

و بعضی ازین بدبختان سوود و متهی احلال رلنه و کو یغد له مایان عاشقا نیم این محض کفرست (یابلکه رقص کننه موریده حال پیدا کفنه و که مارا قال دست داده لست درین میان ایشان راچیزے ازغیب مکشفة می شود چنانجه لحشت و دوذخ و کرسی و عرش و این همه طوارات شیطائی است ردر شرح مشارق مسطور است که رقص حوام انفقی ست و دو رقائع البدعت اورده است که شیطان الکشت خود رادر دبر ان کس میکند پس او مست میشود بمستی شیطان و کریه اغاز میکنه و نعره میز ند و بر زمین می افتة رعامة خلق ایشان راعاثق میدا نند و حرام ایفقی راحلال مید انند کافر میشوند ☆

কতক হতভাগ্য লোক গীত বাদ্য হালাল জানে এবং বলিয়া থাকে যে, আমরা খোদাতায়ালার প্রেমিক, কিন্তু ইহা খাঁটি কাফেরি কাজ। আরও তাহারা লাফালাফি করে, উম্মত্ত ভাব প্রকাশ করে এবং বলিয়া থাকে যে, আমাদের 'জজবা' হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহারা বেহেশ্‌ত, আকাশ ও কুরছির ন্যায় কিছু অদৃশ্য বস্তু দেখিতে পায়, এই সমস্ত শয়তানের ভেল্কী। মাশারেকের টীকায় লিখিত আছে যে, সমস্ত আলেমের মতে জেকের কালে) লাফালাফি করা হারাম। ওকায়েয়োল-বেদাত কেতাবে লিখিত আছে যে, শয়তান এইরূপ লোকের মলদ্বারে আপন অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেয়, এই হেতু শয়তান উন্মত্ত হয়, সেই জেকেরকারীও উম্মত্ত হয়, রোদন করে, চীৎকার করিতে থাকে, জমিতে (অচৈতন্যাবস্থায়) পড়িয়া যায়, সাধারণ লোক তাহাকে খোদার প্রেমিক জানে এবং এজমায়ী হারামকে হালাল জানিয়া কাফের হইয়া যায়।

৫ম মসলার উত্তর

কোরআন, ছুরা হা-মিম ছেজদা ;—

لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا لله الذى خلقهن

"তোমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের ছেজদা করিও না, এবং কেবল উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালার ছেজদা কর।"

মেশকাত, ২৮২ পৃষ্ঠা ;—

فقلت الي اتيت الحيرة فرأيتهم يسجد ون لمر زبان لهم فانت احق بان يسجدلك فقال لى ارأيت لو مررت بقبرى ان كنت تسجد له فقلت لا تفعلوا۔

হজরত কয়েছ (রাঃ) বলেন, আমি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নিকট আসিয়া বলিলাম, আমি হীরা নামক স্থানে গিয়া দেখিয়াছি যে, তথাকার অধিবাসীগণ তাহাদের নেতাকে ছেজদা করিতেছে, তাহা হইলে আপনি ছেজদা করিবে? এতৎশ্রবণে আমি বলিলাম না। হজুর বলিলেন, তাহা হইলে আমাকেও ছেজদা করিও না।

فى الزاهدى الايماء فى السلام الي قريب الركوع كالسجود فانه حرام للمخلوق فى العالمكيرية و الانحناء البالغ حد الركوع لا يفعله احد لاحد كالسجود ۔ في فتوى الحمادية من كفاية الشعبى واما في شريعتنا لا يجوز ان يسجد احد لاحد بوجه من الوجوه و من فعل ذلك فقد كفر و من مقابيح ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى الشيخ فان ذلك حرام قطعا بكل حال ۔ ي ف

ر المختار و كذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدي العلماء و العظماء فحرام و الفاعل و الراضى به آثمان لانه يشبه عبادة الوثن •

জাহিদি কেতাবে বর্ণিত আছে যে, রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া ছালাম করা, ছেজদা করার তুল্য হারাম। আলমগিরি কেতাবে আছে যে, যেরূপ একজন অন্যের ছেজদা করিবে না, সেইরূপ একজন অন্যের জন্য রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া ছালাম করিবে না।

ফাতাওয়া হাম্মাদিল কেতাবে কেফায়া হইতে বর্ণিত আছে যে ইসলাম ধর্ম্মে একজনের পক্ষে অন্যের ছেজ্দা করা কোন প্রকারে জায়েজ হইবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, সে কাফের হইবে। মুর্খেরা পীর-মোর্শেদদিগের ছেজ্দা করিয়া থাকে, ইহা অতি কদর্য্য কাজ এবং নিশ্চয় প্রত্যেক অবস্থায় উহা হারাম হইবে।

দোররোল-মোখতারে আছে যে, লোকে আলেম ও পীর মোর্শেদদিগের সম্মুখে জমি চুম্বন করিয়া থাকে, উহা হারাম, যে ব্যক্তি এই রূপ কাজ করিবে, আর যে ব্যক্তি এ কাজের উপর রাজি থাকিবে, উভয়ে গোনাহ্গার হইবে, কেননা উহা প্রতিমা পূজার তুল্য কাজ।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যে ব্যক্তি ছেজদার ভাবে পীর-মোর্শেদদের পায় মুখ কিম্বা মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকে, আর যে মোর্শেদ এইরূপ কাজে রাজি থাকে, উভয়ে হারাম কাজ করিয়া মহাপাপী হইতেছে।

৬ষ্ঠ মসলার উত্তর

فی النوازل نغمه المراة عورة - فی الكافی و لا تلبی جحرا لان صوتها عورة و مشی علیه فی المحیط فی باب الاذان بهر قال فی الفتح و علی هذا لو قیل اذا جهرت بالقراة فی الصلاة فسدت كان متجها و اقره البرهان الحلبی و كذا فی الامداد - فی رد المحتار اما النساء فیكوه لهن الاذان و كذا الا قامة لما روی عن انس و ابن عمر من كراهتهما لهن لان مبنی حالهن علی الستر و رفع صوتهن حرام امداد التهی فی الچلپی قال كاذا ان المراة لالها ان رفعت صوتها فقد باشرت منكر لان صوتها عورة - و فی مراقی الفلاح ان موتها عورة و عن خط العلامة المقدسی ذكر الامام القرطبی فانا نجیز ابلكم مع النساء للاحادیث و صحا و رتهن عند الحاجة الی ذلک و لا نجیز لهن رفع اصواتهن و لا تمطیطها و لا تلینها لما فی ذلک من استها له الرجال الیهن و تحریک الشهوت لهم -

নাওয়াজেল কেতাবে আছে যে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আওরত (অপ্রকাশ্য বিষয়) কাফি কেতাবে আছে যে, স্ত্রীলোক হজ্জ করিতে চুপে চুপে 'লাব্বায়কা' বলিবে, কেননা তাহার আওয়াজ আওরত। বাহ্‌রোর-রায়েক কেতাবে আছে যে, মুহিত কেতাবের আজানের অধ্যায়ে উক্ত মত গৃহীত হইয়াছে। ফৎহোল- কদিরে আছে যে, উক্ত মতানুসারে ইহা বলা যুক্তি-সঙ্গত হইবে যে, স্ত্রীলোকেরা নামাজে উচ্চস্বরে কোরআণ পড়িলে, উহা বাতিল হইবে বোরহান হালাবি উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ এমদাদ কেতাবে আছে। শামি কেতাবে আছে,— স্ত্রীলোকদের আজান ও একামত মকরুহ, হজরত

আনাছ ও এব্নে ওমার (রাঃ) উহা মকরুহ জানিতেন, কেননা তাহাদের অবস্থা গোপন করা ব্যবস্থা-সঙ্গত এবং তাহাদের উচ্চশব্দ করা হারাম, ইহা এমদাদ কেতাবে আছে। চল্‌পি কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকের আজান ও একামত মকরুহ, কেন না যদি তাহারা উচ্চস্বরে আজান দেয়, তবে তাহারা গোনাহ্ করিল, যেহেতু তাহাদের কণ্ঠস্বর আওরত। মারাকিউল ফালাহে আছে যে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আওরত, মোহিনী সুরে ও উচ্চস্বরে তাহাদের কথা বলা জায়েজ নহে এবং উহা পুরুষের শ্রবণ করাও জায়েজ নহে। আল্লামা মোকাদ্দেছি, এমাম কোরতবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সহিত আবশ্যক বশতঃ কথোপকথন করা জায়েজ আছে, অবশ্য লম্বা ও মোহিনী সুরে ও উচ্চস্বরে তাহাদের কথা বলা জায়ে নহে, কেন না ইহাতে পুরুষদের মন বিচলিত ও মুগ্ধ হইতে পারে।

মোছাল্লামে লিখিত আছে,— مقدمة الحرام حرام

দোর্রোল-মোখতারে আছে,—২/২৪০ পৃষ্ঠা

و كل ما ادى الى مالا يجوز لا يجوز

"যে কাজ কোন হারাম কাজের উৎপত্তি করে, উক্ত কাজও হারাম হইয়া যায়।" উহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে পীর স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ জেকের শিক্ষা দেন যে, উহাতে তাহারা অচৈতন্য হইয়া চিৎকার করিয়া গ্রামবাসিদিগকে কণ্ঠস্বর শুনাইতে থাকে, এইরূপ জেকের নিষিদ্ধ ও হারাম হইবে। জেকের জায়েজ হইলেও যখন উহা হারাম কাজের সৃষ্টি করে, তখন উহা নিশ্চয় নাজায়েজ হইবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন যে, উক্ত পীর এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া মিলাদ শরিফ পড়িতে লাগিলেন, মুরিদা স্ত্রীলোকেরা উহা শুনিতে লাগিল, — পীর মোনাজাত করিতে লাগিল, এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোকেরা উন্মত্ত হইয়া এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে, গ্রামের লোকেরা তাহাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকেরা বহুক্ষণ উলাঙ্গাবস্থায় অচৈতন্য পড়িয়াছিল; অপর স্ত্রীলোকেরা চপেটাঘাত করিলে তাহাদের চৈতন্য সঞ্চার হয়। এহেন শয়তানী রীতি কি কেয়ামতের লক্ষণ নহে?

পাঠক উপরোক্ত বিবরণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীলোকের উচ্চস্বরে জেকের করা কোনও ক্রমেই জায়েজ নহে।

৭ম মসলার উত্তর

দোর্‌রে-মোখতার, ৪র্থ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা ;—

الا من الاجنبية فلا يحل مس وجهها و كفها

"আজনবি (বেগানা) স্ত্রীলোকের চেহারা ও হাত স্পর্শ করা জায়েজ নহে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বেগানা স্ত্রীলোক মুর্শিদের পায় হাত দিয়া ছালাম করিলে এবং তাহার গা হাত টিপিয়া দিলে, মহা গোনাহ্ হইবে। এরূপ মোর্শেদ দাজ্জালের চেলা, ইহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

৮ম মসলার উত্তর

কোরআন ;— فذكر انما انت مذكر

অনন্তর তুমি উপদেশ দাও। তুমি কেবল উপদেশ দাতা।

কোরআন ছুরা তওবা ;—

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ()

" কেন তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক দল লোক বাহির না হন, এই হেতু যে তাহারা ধর্ম্মের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান (ফেকাহজ্ঞান) লাভ করেন এবং এইহেতু যে, তাহারা আপন দলকে ভয় দেখান—যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসেন।"

উপরোক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও তাহার উম্মতের আলেম মণ্ডলীর পক্ষে সাধারণ লোককে ওয়াজ-নছিহত শুনান খোদার হুকুম (ফরজ)।

কওলোল-জমিল, ২০ পৃষ্ঠা ;—

والشرط الرابع ان يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر

মুর্শিদের চতুর্থ শর্ত্ত এই যে, তিনি (সাধারণ লোককে) সৎ কাজের হুকুম করেন এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি সাধারণ লোককে নছিহত করেন না, বা কুকাজ করিতে নিষেধ করেন না, তিনি মুর্শিদ হইবার যোগ্য নহেন।

৯ম মসলার উত্তর

তফছির আহ্‌মদী, ২৯২/২৯৩ পৃষ্ঠা ;—

والتسليم تحية سنة لها فضل كثير (الى) والرد بذلك القدر بان يقول وعليكم السلام فرض

"ছালাম করা ছুন্নত, উহার অনেক ফজিলত আছে এবং ছালামের উত্তর দেওয়া ফরজ।"

বোছ্‌তানে ফকিহ্‌ আবুল্লাএছ ;—

ينبغى للمجيب اذا رد السلام ان يسمع جوابه اذا اجاب الجواب لم يسمع المسلم لم يكن ذلك جوابا

"ছালামের উত্তরদাতার পক্ষে এভাবে উত্তর দেওয়া ওয়াজেব যে, যেন ছালামকারী উহা শুনিতে পান, কেন না ছালামকারী উহার উত্তর শুনিতে না পাইলে, উত্তর দেওয়া সিদ্ধ হইবে না।"

পাঠক, যে পীর লোকের ছালামের উত্তর না দেন, তাহাকে ইসলাম ধ্বংসকারী ধারণা করিয়া তাহা হইতে দুরে পলায়ণ করিবে।

জনাব হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন ঐ ব্যক্তি বেশী বোজর্গ যে প্রথমেই লোককে ছালাম করে। আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথমেই ছালাম করে' সেই ব্যক্তি অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইবে। হজরত বালকদিগকে প্রথমেই ছালাম করিতেন। যে পীর হজরতের তরিকা অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকেই শিরোধার্য্য করিতে হইবে, আর যে পীর উহা ত্যাগ করিবে, তাহাকে অহঙ্কারী ও স্বার্থপর ধারণা করিয়া বিদায় দিতে হইবে।

১০ম মসলার উত্তর

ছহিহ বোখারি,—

من ترى الدعوة فقد عصى الله و رسوله صلعم

যে ব্যক্তি দাওত কবুল না করে, সে ব্যক্তি খোদা ও তাঁহার রছুলের অবাধ্য হইবে।

বেদাতি পীরের নিকট মুরিদ হইবার অবস্থা

ছহিহ মোছলেম,—

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم

"নিশ্চয় এই এলমে 'দীন' হইতেছে, তোমরা যাহার নিকটে

দীন শিক্ষা করিবা,, তাহার অবস্থা তদন্ত কর।”

অর্থাৎ বেদাতি লোকের নিকট দ্বীন শিক্ষা করা নিষিদ্ধ।

ছহিহ বোখারি,—

دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذ قوه فيها قلت بها رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, একদল মানুষ (লোককে) জাহান্নামের দ্বারের দিকে আহ্বান করিবে, যে ব্যক্তি তাহাদের কথায় উহার দিকে গমন করিবে, তাহারা উহাকে উক্ত জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলোল্লাহ্ তাহাদের লক্ষণ আমাদিগকে বলুন। হজুর বলিলেন, তাহারা আমার উম্মত হইবেএবং কোরআন ও হাদিছ পাঠ করিবে।

কোরআন ছুরা আনয়া'ম,—

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

“আপনি স্মরণ করিবার পরে অত্যাচারী দলের সহিত বসিবেন না।

ছহিহ মোছলেম,— لعن الله من ارى محدثا

“জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন (বেদাত) প্রচারককে স্থান দিবে, তাহার উপর খোদার লানত (অভিসম্পাত) পড়িবে।”

মেশকাত,—

من و قر صلعب على هدم السلام

“যে ব্যক্তি কোন বেদাতির ভক্তি ও সম্মান করিবে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইসালম ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিল।”

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সকল হইতে প্রমাণিত হইল যে,

বেদাতি পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে; বরং তাহার নিকট যাওয়া, বসিয়া থাকা, তাহার সম্মান করা ও তাহাকে স্থান দেওয়া নাজায়েজ। মাওলানা শাহ্ অলিউল্লা মোহাদ্দেছ দেহলবি (রঃ) 'কওলোল-জমিল' কেতাবে লিখিয়াছেন, যে আলেম পরহেজগার ব্যতীত কোন বেদাতি পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে; যদি কেহ ঐরূপ পীরের নিকট মুরিদ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য যোগ্য পীরের নিকট মুরিদ হইতে হইবে।

তফছির আজিজি ;—

যে মুসলমানের পরিপক্ক ইমান আছে, তিনি কখনও বেদাতিদের ভক্তি করিবেন না, তাহাদের সঙ্গে বসিবেন না এবং পানাহার করিবেন না, বরং তাহাদের সহিত শত্রুতাভাব প্রকাশ করিবেন। যে ব্যক্তি বেদাতিদের ভক্তি করিবে, খোদাতায়ালা তাহার অন্তঃকরণ হইতে ইমানের নূর (জ্যোতিঃ) দূর করিবেন।

বঙ্গের তাপস-কুলশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব ও অন্যান্য মাওলানা মৌলবীগণের স্বাক্ষর-

(মাওলানা) শাহ্ মোহাম্মদ আবুবকর (সাহেব) (ফুরফুরা)
মাওলানা মছউদোর রহমান সাহেব (চট্টগ্রাম)
মাওলানা কারামত আলী সাহেব জৌনপুর
মৌঃ নওয়াবুদ্দিন সাহেব ফুরফুরা মাদ্রাসার মোদার্রেছ
মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব
মাওলানা নেছারদ্দীন সাহেব (বরিশাল)
মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন সাহেব
মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম সাহেব
মৌলবী সৈয়দ আহ্মদ সাহেব ফুরফুরা মাদ্রাসার মোদার্রেছ
মৌলবী আজিজুল্লাহ সাহেব (নোওয়াখালি)
মাওলানা আবদুল মো'বুদ সাহেব (মেদিনীপুরী)
মৌলবী মকবুল আহ্মদ সাহেব
মৌলবী আবদুল মান্না সাহেব
মৌঃ হাফিজুল্লাহ্ সাহেব ফুরফুরা মাদ্রাসার মোদার্রেছ

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব (যশোহর)

মাওলানা শাহ্ আবদুর রহমান সাহেব (যশোহর)

মৌলবী আছিরদ্দিন সাহেব

মৌলবী সৈয়দ কানায়াত হোসেন সাহেব, হেড মৌলবী ফুরফুরা মাদ্রাসা

মৌলবী আমির হোসেন সাহেব

মৌলবী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব (যশোহর)

মৌলবী কামরুজ্জামান সাহেব

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুছ ছোবহান সাহেব (যশোহর)

মৌঃ মোহাম্মদ মছউদর রহমান সাহেব (মুর্শিদাবাদ)

মৌঃ ফজলোল হক সাহেব (যশোহর)

মৌঃ মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব (চট্টগ্রাম)

মৌঃ আজহার আলী সাহেব

মৌঃ মোহাম্মদ ফছিহোর রহমান সাহেব—সীতাপুর মাদ্রাসার মোদার্রেছ

মৌলবী সৈয়দ ছিদ্দিক আহমদ সাহেব

মৌলবী আহাদুল্লাহ্ সাহেব

মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী সাহেব (হাওড়া)

মৌলবী মেহাম্মদ কামরুজ্জামান জামান সাহেব

মৌলবী মোর্শেদ আলি সাহেব (নদীয়া)

মৌলবী অলিউল্লাহ সাহেব (যশোহর)

মৌলবী মোহাম্মদ মাহাতাবদ্দিন সাহেব

মৌলবী মোহাম্মদ আফতাবদ্দিন সাহেব (হুগলি)

মৌলবী মহিউদ্দিন সাহেব (ফরিদপুর)

মৌলবী আবদুছ ছাত্তার সাহেব (খুলনা)

মৌঃ মোহাম্মদ আবদুছ ছোবহান সাহেব (নোওয়াখালি)

মাওলানা গোলাম ছারওয়ার সাহেব (২৪ পরগণা)

মৌঃ মোহাম্মদ হোছায়েন সাহেব

মৌলবী ইউছোফ আলি সাহেব

মৌঃ আবদুল মোহায়মেন ছিদ্দিকী সাহেব
কলিকাতার কাজি
মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব

মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল করিম সাহেব—খুলনা
মৌঃ মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব
মৌঃ মোহাম্মদ মনির সাহেব
ফুরফুরা মাদ্রাসার মোদার্রেছ

মৌলবী হাসানোজ জামান সাহেব
মৌলবী মোর্শেদ আলি সাহেব
নদীয়া
মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল গফুর সাহেব
মৌঃ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব
মৌঃ জছিমদ্দিন সাহেব (নদীয়া)
মাওলানা আহমদ আলি সাহেব
ফুরফুরা মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ড

আসল ও জাল পীরের লক্ষণ

পীর কামেল ব্যতীত তরিকত, হকিকত ও মারেফাত শিক্ষা করা অসম্ভব। আজকাল অনেক নকল পীর, কামেল পীর হইবার দাবী করতঃ কুট চক্রের জাল বিস্তার করিয়া অনেক লোকের ইমান নষ্ট করিতেছে। যিনি ছলুক সমাপ্ত করিয়াছেন এবং মুরিদগণের ছলুক সমাপ্ত করাইবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাকে পীরে কামেল বলে। কেবল মুরিদগণকে ২৫ হাজার বার “আল্লাহ” পড়িতে বলিলে, কামেল মুর্শিদ হওয়া যায় না। তরিকতের প্রসিদ্ধ কোন খান্দানের সমস্ত বিষয় শিক্ষা করাকে ছলুক সমাপ্ত করা বলে। নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া খান্দানে ছলুক সমাপ্ত করিতে গেলে প্রথমে কাল রুহ ছের্র খফি আখ্‌ফা ও নাফছ শরীরস্থ এই ছয়টী লতিফা জারি করিয়া লইতে হইবে; ইহাতে উক্ত লতিফা সকল আপনা আপনি আল্লাহ্ আল্লাহ্ জেকের জারি হইবে এবং তৎসমুদয় ঘড়ির কাটার ন্যায় চলিতে থাকিবে। তৎপরে সময় শরীরে পীরের তাওয়াজ্জহে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জেকের উন্মত্ত হইবে ইহাতে শরীরস্থ অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা বা

শরীরের প্রত্যেক অংশ আল্লাহ্ জেকেরে উন্মত্ত হইবে। বরং মোজাদ্দেদিয়া তরিকা শরীরস্থ ৭০ সহস্র লোমকূপকে ৭০ হাজার লতিফা বলা হয়, প্রত্যেক পলে অনুপলে তা সমস্ত হইতে ৭০ হাজার বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ হইতে থাকিবে। ইহাকে "ছোলতানোল আজকার" বলে। কোন কোন মুরিদ জেকেরের শব্দও নিজ কর্ণে শুনিতে পাইয়া থাকে, অথবা জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর জেকের অনুভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত জেকেরকে "এছমে জাতির জেকের" বলে। তৎপরে মুর্শিদের শিক্ষায় শরীরের কয়েক স্থান হইতে 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার জেকের হইতে থাকিবে। ইহাকে "নফি এছবাতের জেকের" বলে। এই জেকের সিদ্ধ হইলে কোন কোন মুরিদ একটী গোলাকার নূরের দ্বারা আপন লতিফা সমূহকে বেষ্টন করিতে দেখিবে। তৎপরে মোরাকাবা করিয়া প্রথমে দাএরায় এমকান অতিক্রম করিতে হইবে। জমি হইতে আরশ পর্য্যন্ত আলমে-খালকে অর্দ্ধেক দায়রা ধরিতে হইবে; তদুপরি আলমে-আম্রের শেষ পর্য্যন্তকে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দাএরা বুঝিতে হইবে। তওবার ফএজ, ছাএর আনওয়ারে আফাকি, তাজাল্লিয়াতে-আফয়াল, তওহিদে আফয়াল ও ছাএরে-আনওয়ারে-আনফোছি ইত্যাদির মোরাকাবা সমাপ্ত করিলে, প্রথম দাএরায় এমকান অতিক্রম করা যহিবে। তৎপরে বেলাএতে ছোগরার দাএরা অতিক্রম করিতে হইবে, ইহাতে আছ্মা ও ছেফাতের জেলাল, মায়ি'এত মায়ি' এতে হোব্বি, নেছ্ইয়ান-মাছেওয়াল্লাহ যাজ্বাতোম-মেন যাজবাতেল্লাহ অহ্দাৎ-দার কাছরাত ও কাশফোল্ আরওয়াহ ইত্যাদির মোরাকাবা সমাপ্ত করিলে, এই দ্বিতীয় দাএরা অতিক্রম করা যাইবে। তৎপরে বেলাএতে-কোবরার দাএরা অতিক্রম করিতে হইবে; এই তৃতীয় দাএরা অতিক্রম করিতে গেলে আছ্মা ও ছেফাত, আকৃরাব্বিএত, মহব্বতে-উলা, মহব্বতে-ছানিয়া ও শরহোছ-ছদুর ইত্যাদি মোরকাবা সমাপ্ত করিতে হইবে। তৎপরে চতুর্থ দাএরা "বেলাএতে উল্ইয়া", পঞ্চম দাএরা কামালাতে নবুওত" ষষ্ঠ "দাএরা কামালাতে

রেছালাত" ও সপ্তম দাএরা "কামালাতে-উলুম আজ্‌ম" অতিক্রম করিতে হইবে। তৎপরে ৮ম 'হকিকতেকাইউমিএত", ৯ম "হকিকতে ছওম" ১০ম "হকিকতে ইছাবি", ১১শ "হকিকত এবরাহিমি", ১২শ "হকিকাতে মুছাবি", "১৩শ "হকিকাতে আহ্‌মাদি", ১৪শ "হকিকতে মোহাম্মদী", ১৫শ "হকিকতে হোব্বে-ছারফা", ১৬শ "হকিকতে লাতায়হিওন", ১৭শ "হকিকতে কায়াবা", ১৮শ "হকিকতে কোরআণ", ১৯শ "হকিকতে ছালাৎ", ২০শ "হকিকতে মা'বুদিয়েতে ছারফা" ২১শ "হকিকতে হোব্বে আহমদি ছারফা"। ২২শ "হকিকতে হোব্বে মোহাম্মদি ছারফা", ২৩শ "হকিকতে হোব্বে এশ্‌কি" ও ২৪শ "হকিকতে ছায়ফোল্লাহ" এই দায়েরাগুলি অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত কাহ্‌হারি জাব্বারি, জালালি, কুওয়াত, রহমত, ছোলতানোল নাছিরা, এল্‌ম লাদুন্নি ইত্যাদির মোরাকাবা করিতে হয়। এইরূপ কাদরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকার জেকের মোরাকাবা আছে।

যে পীর মুরিদগণকে উপরোক্ত জেকের ও মোরাকাবাগুলি শিক্ষা দিতে না পারেন, তিনি কামেল পীর নহেন। তাঁহার নিকট তরিকা শিক্ষা করিতে গেলে, হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পীর হইতে দূরে পলায়ণ করা আবশ্যক। "নিম আলেম খাৎরায় ঈমান ও নিম ডাক্তার খাৎরায় জান" এই দৃষ্টান্ত অনুসারে নাকেছ পীরের দ্বারা ঈমান ধ্বংস হইতে পারে। উপস্থিত সময়ে কামেল পীর পরীক্ষা করা সঙ্কট হইয়াছে। বহু সংখ্যক মাওলানা ও মৌলবী যে পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কামেল পীর জানিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব একজন উচ্চ ধরণের কামেল মোকাম্মেল পীর সুনিশ্চিত; কারণ বহু শত মৌলবী মাওলানা তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন এবং তাঁহার কয়েক শত মুরিদ ছলুক সমাপ্ত করিয়া অলিয়ে কামেল হইয়াছেন। এইরূপ পীর যাঁহাকে খলিফা মনোনীত করেন, তাঁহাকেও কামেল পীর বলা যাইতে পারে। যে পীর শরিয়তের

খেলাফ কাজ করেন, বা মুরিদগণকে উক্ত কাজ করিতে অনুমতি দেন বা নিষেধ করেন না, বরং এইরূপ মুরিদগণকে অবাধে আপনার নিকট উচ্চস্থান দেন, তাহাকে গোমরাহ পীর বুঝিতে হইবে। যে পীর মুরিদগণকে নিজের পায়ে ছেজদা করিতে, অতি উচ্চস্বরে জেকের করিতে, জেকেরের সময় লাফালাফি, কিলাকিলি, কামড়াকামড়ি, দাঁত ভাঙ্গাভাঙ্গি করিতে অনুমতি দেন বা নিষেধ না করেন, বা নিজে গায়েব জানিবার দাবী করেন, অথবা মুরিদগণকে এইরূপ কথা বলিতে শুনিয়া নিষেধ করেন না, তাহাকে গোমরাহ্ পীর বুঝিতে হইবে। এইরূপ পীর হইতে দূরে পলায়ন না করিলে ইমান ধ্বংস হইবে। আমাদের দেশে কোন কোন লোক কোন কামেল পীর বা সিদ্ধ আলেমের হুকুম না লইয়া এছ্ম পড়িতে থাকে, অতিরিক্ত পড়িতে পড়িতে তাহার মস্তক গরম হইয়া উম্মত্ত হইয়া যায়। যে পীর প্রকৃত তরিকতের কামেল নহেন বা ছলুক সমাপ্ত করেন নাই, তিনি হয়ত মুরিদগণকে কোন একটি এছ্ম বিশ কিম্বা পঁচিশ হাজার বার পড়িতে অনুমতি দেন, ইহাতে হিতে বিপরীত হয়, তাহার উক্ত এছ্মের গরম সহ্য করিতেন না পারিয়া ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হইয়া লাফালাফি করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। ইহা প্রকৃতি তরিকতের শিক্ষা নহে, প্রকৃত তরিকতের শিক্ষায় মুরিদ উম্মত্ত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত কামেল পীর হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষায় মুরিদ শান্ত ভাব ধারণ করে, অতএব যে পীরের মুরিদগণ এইরূপ লাফালাফি করে, উক্ত পীরকে জাল ও নকল পীর বুঝিতে হইবে। একদল ধোকাবাজ পীর "তছ্খির কলুব" নামক মোহিনী মন্ত্র জানে, তাহারা উক্ত মন্ত্র বলে নিরক্ষর মুরিদগণের মন প্রাণ এরূপভাবে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় যে, মুরিদ উম্মত্ত হইয়া জাল পীরের পদানত হইয়া থাকে। সাবধান মুসলমানগণ, আজকাল অনেক প্রবঞ্চক পীর লোককে ছিটা পড়ায় উম্মত্ত করিয়া পার্থিব সম্পদ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

আমাদের খুলনা জেলায় এক আজগবি পীর আবির্ভূত হইয়াছেন,

তিনি কতকগুলি স্ত্রীলোককে মুরিদ করিয়াছেন, স্ত্রীলোকগুলি পীরের শেকে বা ছিটা পড়ায় এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন যে, নিজেদের স্বামীকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে না। পীরজী গ্রামে আসিলে, বিবীরা স্বামীদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া ও তাহাদের স্পষ্ট আদেশ অমান্য করিয়া পীরের ওয়াজ শুনিতে ও খেদমত করিতে হাজির হইয়া থাকে, আরও বলিতে থাকে, স্বামী, তুমি কি করিবে? পীরের পদধূলি লইলে, বেহেশত পাইব। স্বামীরা ঘর্ম্মাক্ত শরীরে হাট বাজার করিয়া ক্লান্ত হইয়া বাটী পৌঁছিয়া পানি চাহিতে লাগিল কিন্তু বিবি ছাহেবানি ২৫ হাজার তছবিহ পড়িতে মগ্ন, কে পানি দিবে? অগত্য স্বামীরা নিজ নিজ হাতে পানি লইয়া পা ধৌত করিয়া বলিল। রাত্রি ১১টা হইল, ভাত ভাত করিয়া হাঁকাহাঁকি, বিবিরা মোশাহাদায় উন্মত্ত, কাজেই স্বামীরা স্বহস্তে ভাত বাহির করিয়া আহার করিল। বিছানা প্রস্তুত নাই; স্বামীরা বিছানা করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, বিবিরা মোরাকাবায় অচৈতন্য। তখন নিজেরা বিছানা প্রস্তুত করিয়া বলিতে লাগিল, বিবিরা আর আমাদের নাই।

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "মানুষ মানুষকে ছেজদা করিতে পারে না; যদি পারিত, তবে বিবিরা স্বামীদিগকে ছেজদা করিতে আদিষ্ট হইত। স্বামী ডাকিলে, যদি বিবি উপস্থিত না হয়, তবে উক্ত বিবি লানত গ্রস্থ হয়। স্বামীর বিনা হুকুমে বিবিদের নফল নামাজ পড়া ও রোজা করা নিষিদ্ধ। আর বিবিরা ফরজ ত্যাগ করতঃ নফল আদায় করিতে উন্মত্ত। এইরূপ জেকের বিবিদের পক্ষে নাজায়েজ। সাবধান, মোসলমানগণ, তোমরা তোমাদের বিবিদিগকে এরূপ জাল পীরের নিকট মুরিদ হইতে দিও না। নচেৎ তোমাদের অদৃষ্টে ঐরূপ ঘটিবে।

রিয়াকার পীর ও মুরিদগণের অবস্থা

মেশকাত, ৩৮ পৃষ্ঠা ;—

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلعم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله و ما جب الحزن قال واد في جهنم يتعوذ منه كل يوم اربعماة مرة قيل يا رسول الله و من يدخلها قال القراء المراءون باعمالهم رواه الترمذى و ابن ماجة □

এমাম তেরমেজি ও এবনে মাজা, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা খোদার নিকট জোব্বোল-হোজন হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, জোব্বোল-হোজন কি? হুজুর বলিলেন, উহা জাহান্নামের একটি ময়দান, স্বয়ং জাহান্নাম প্রত্যেক দিবস চারিশত বার উহা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া থাকে। লোকে বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, উহার মধ্যে কাহারা প্রবেশ করিবে? হুজুর বলিলেন, যে দরবেশ ফকিরগণ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করে।

মেশকাত, ৪৫৪ পৃষ্ঠা ;—

يخرج فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من اللين السنتهم احلي من السكر و قلوبهم قلب الذئاب رواه الترمذى *

ছহি তেরমেজিতে আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষকালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইবে, তাহারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পার্থিব সম্পদ উপার্জ্জন করিবে, লোককে কোমলতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে চিতা ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরিধান করিবে, তাহাদের মুখ

চিনি অপেক্ষা বেশী মিষ্ট হইবে এবং তাহাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের তুল্য হইবে।

মেশকাত, ৪৫৫/৪৫৬ পৃষ্ঠা,—

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের উপর গুপ্ত শেরক ও গুপ্ত আশঙ্কা করি হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন ইয়া নবি করিম (ছাঃ) আপনার উম্মত আপনার পরে কি শেরক করিবে? হুজুর বলিলেন অবশ্য করিবে তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, প্রস্তর ও প্রতিমা পূজা করিবে না, কিন্তু তাহারা লোককে দেখাইবার মানসে এবাদত করিবে।

মেশকাত ৪৫৪ পৃষ্ঠা,—

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময়ে আল্লাহতায়ালা কেয়ামতে হিসাবের জন্য লোককে সমবেত করিবেন, সেই সময় একজন ঘোষণাকারী করিবেন যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতে অন্যকে শরিক করিবে (অর্থ্যাৎ রিয়াকারী ভাবে এবাদত করিবে) সে ব্যক্তি যেন আল্লাহতায়ালা ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে উহার ফল লাভের চেষ্টা করে।"

মূল কথা এই যে শেষকালে কতক রিয়াকার লোক ফকীরী লেবাছ পরিধান করতঃ মধুর স্বরে লোকের মন আকর্ষণ করিবে, কিন্তু তাহারা নেকড়ে বাঘ অপেক্ষা বেশী ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক হইবে। যাহারা হাটে, বাজারে, পথে ও মাঠে লম্বা তছবিহ্ পড়িতে থাকে, তাহারা রিয়াকারী পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।

রিয়াকার পীরের প্রথম নকল

এক সময় একজন পীর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহার মুরিদেরা জেকের করিতে করিতে লাফালাফি, মারামারি, কামড়াকামড়ি

ও দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার বহু লোক এই কান্ড দেখিয়া উক্ত পীরের চক্রে পড়িয়া তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। পল্লীতে পল্লীতে পীরের ধুমধাম রটিয়া গেল ও শহরময় একটি হুজুগ পড়িয়া গেল। একদল অসৎ লোক উক্ত জেকেরকারীদের পরম শত্রু ছিল, তাহারা বহু দিবস হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। তাহারাই সেই সময় স্বর্ণ সুযোগ বুঝিয়া সেই ফকিরজীর নিকট মুরিদ হইয়া জেকেরকারীদের দলভুক্ত হইয়া জেকেরের সময় তাহাদিগকে এরূপ ভাবে প্রহার করিতে লাগিল যে, কাহারও চক্ষু অন্ধ, কাহারও দন্ত ভগ্ন, কাহারও হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল; তাহারা নিজেদের মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আলেমগণ তাহাদের কান্ডকলাপের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জেকেরকারিগণ বলিত, আমরা অচৈতন্য হইয়া এইরূপ করিয়া থাকি। তখন আলেমগণ চারিজন শিষ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা কয়েকটি সূচী সঙ্গে লইয়া উহাদের দলে মিলিয়া যাও। যখন তাহারা জেকেরের সময় চীৎকার, লাফালাফি ও মারামারি করিতে থাকিবে তখন তোমরা তাহাদের শরীরে সূচী বিদ্ধ করিতে থাকিবে, যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে অচৈতন্য হইয়া থাকে, তবে সূচিবিদ্ধ হইয়াও জেকের করিতে থাকিবে। তৎপরে উক্ত চারিজন লোক জেকের কালে তাহাদের শরীরে সূচি বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সকলেই চুপ হইয়া গেল। তাহাদের রিয়াকারী প্রকাশ হইয়া পড়ায় পীর ও চেলাগণ তথা হইতে পলায়ন করিল।

পাঠক, আমাদের এদেশে একজন পীরের মুরিদগণ এক মছজিদে অতি উচ্চস্বরে জেকের ও লাফালাফি করিতেছিল, এমতাবস্থায় একজন আলেম তাহাদিগকে ধমকাইয়া নিষেধ করেন, সেই হইতে তাহারা আর চীৎকার ও লাফালাফি করেন নাই। যদি তাহারা প্রকৃত উম্মত হইয়া এরূপ কাজ করিবে, তবে এক ধমকে কেস উহা বন্ধ হইয়া গেল?

দ্বিতীয় নকল

রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় এক সময় একজন ভন্ড ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী চারিজন লোককে রোদন ক্রন্দনের জন্য বেতন ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারা চারিজন জেকের বা ওয়াজের মজলিশে চারি কোণে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়িয়া থাকিত। তাহাদের এই প্রবঞ্চনা ভাব লোকে বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মহা ফকির ধারণা করিয়া দলেদলে তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। কিছু দিবস পরে তাহার রিয়াকারী ভাব প্রকাশিত হওয়ায় স্বস্থানে প্রস্থান করে।

পাঠক, আমাদের দেশে এইরূপ পীর ও মুরিদগণের আবির্ভাব হইয়াছে; পীরজী যেখানে যাইবেন, ৩০/৪০ জন চেলা সঙ্গে লইয়া যাইবেন। মুরিদেরা তথায় অতি উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে বেঙের মত লাফাইতে লাফাইতে পীরজীর পায়ে সেজদা করিয়া বসে, নাচানাচি করিতে থাকে, কাহারও গলা টিপিতে থাকে, কাহারও জিহ্বা বাহির করিতে থাকে, কাহারও হাত কামড়াইতে থাকে, কাহারও দাঁত ভাঙ্গিতে থাকে কেহ বা লাফাইয়া গৃহের আড়ার উপর উঠিয়া গাইতে থাকে, ইহা দেখিয়া কত নিরক্ষর লোক তাহার নিকট মুরিদ হইয়া গোমরাহ হইতেছে। সাবধান মুসলমানগণ, তোমরা এরূপ প্রবঞ্চক পীর ও মরিদান হইতে দূরে থাক, নচেৎ তোমাদের ইমান নষ্ট হইবে।

তৃতীয় ঘটনা

বগুড়া জেলায় একজন ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, ফকিরজী দেশে প্রচার করিল যে, আমি লোকের মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখাইয়া দিতে পারি। কাজেই তাহার শিষ্যগণ মৃত দর্শনের জন্য একটি প্রশস্ত স্থানকে পর্দা দ্বারা বেষ্টন করিল এবং প্রত্যেক দর্শকের জন্য এক

এক টাকার টিকিট স্থির করিল। সহস্রাধিক দর্শক টিকিট ক্রয় করিয়া উক্ত তামাশা-গৃহে প্রবেশ করিল। পীরজী তাওয়াজ্জোহ্ দিবার সময় বলিয়া উঠিল যে, তোমার মৃত আত্মীয় দর্শনের নিয়ত করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিয়া থাক, ইহাতে মৃতদের রুহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি হারামজাদা (জারজ সন্তান) হইবে, সেই কেবল দেখিতে পাইবে না। ভক্তেরা বহুক্ষণ চক্ষু বন্ধ বরতঃ বসিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা সকলে বিষন্ন বদনে বাহির হইলে, লোকে তাহাদের মৃত দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা লজ্জার জন্য সকলেই বলিল, আমরা অমুক অমুককে দেখিয়াছি। কিছু দিবস পরে তাহাদের মৃত দর্শন না পাইবার ও পীরজীর জালছাজীর অবস্থা লোক সমাজে প্রকাশ হওয়ায় পীরজী সহস্রাধিক টাকা লইয়া চম্পট দিল।

পাঠক, আমাদের দেশেও নকল পীরের নকল মুরিদগণ সাধারণ লোককে ধোকা দিবার জন্য প্রবঞ্চনা করিয়া বলিতে থাকে যে, ফুরফুরা নিবাসী মাওলানা সাহেব আমাদের পীরকে বোজর্গ পীর বলিয়া সকলকে তাঁহার নিকট মুরিদ হইতে বলিয়াছেন। কখন মিথ্যা করিয়া বলিতে থাকে যে, বশিরহাটের খাঁন বাহাদুর সাহেব আমাদের পীরের নিকট মুরিদ হইয়াছেন। কখন বলেন যে, মাওলানা কারামত আলী সাহেব মা'রেফাত জানিতেন না, কেবল হেজবোল্-বাহরের আমল জানিতেন। কখন বলে, ফুরফুরার পীর সাহেব মা'রেফাত জানেন না। কখন বলে অমুক অমুক মাওলানা মৌলবী আমাদের পীরের নিকট কথা বলিতে সাহস করেন নাই আমাদের পীর বঙ্গদেশের কওকব হইয়াছেন। এইরূপ ধোকাবাজী ও প্রবঞ্চনা করিয়া কত সোজা দিনদারকে তাহার নিকট মুরিদ করাইয়া ও পায়ে সেজদা করাইয়া বে-ইমান করিতেছেন।

পাঠক, যে মাওলানা কারামত আলি সাহেবের বহু মা'রেফাতের কেতাব বর্ত্তমান আছে, যিনি হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ

সাহেবের প্রধান খলিফা ছিলেন, যাঁহার বহু কারামত প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাঁহার পীরত্বে বঙ্গদেশ হেদাএত পাইয়াছে, তাঁহাকে যে লোক উপরোক্ত কথা বলে, তাহাকে ধূর্ত্ত, মিথ্যাবাদী, দাগাবাজ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? যে ফুরফুরার মাওলানা সাহেবের পীরত্ব সমস্ত বঙ্গের মাওলানা মৌলবীগণ মানিয়া লইয়াছেন, সহস্রাধিক মাওলানা মৌলবী যাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন, যাহার ২/৫ শত মুরিদ ছলুক সমাপ্ত করিয়া অলিয়ে কামেল হইয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলে, তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

যে পীরজী বাহাছের ভয়ে গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহার নিকট নাকি অমুক অমুক মাওলানা ও মৌলবী ভয়েতে কথা বলিতে সাহস করেন নাই, ইহা বাতুলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বনে অরণ্যে কতকগুলি নিরক্ষর লোকের নিকট পীর কামেল সাজিলে, পীর হওয়া যায় না।

মেশ্‌কাত ৪৫৫ পৃষ্ঠা ;—

ان لكل شيء شرة و لكل شرة فترة فان صاحبها سدد و قارب فارجوه و ان اشيروا اليه بالاصابع فلا تعدوه

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের লোভ আছে, প্রত্যেক লোভের হ্রাস আছে। যদি কেহ ন্যায় ভাবে মধ্যম ধরণে এবাদত করে, তবে আমি তাহার সফল মনোরথ হইবার আশা করি, আর যদি তাহার দিকে আঙ্গুলের ইশারা করা হয়, উহাকে গ্রাহ্য করিও না।

মেশ্‌কাত ১১০ পৃষ্ঠা ;—

احب الاعمال الى الله ادومها و ان قل

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন কম হইলেও যে এবাদাত সর্ব্বদা করা হয় তাহাই খোদার নিকট বেশী পছন্দ হইয়া থাকে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا

হজরত ফরমাইয়াছেন, তোমরা যে কাজগুলি করিতে সক্ষম হও, তাহাই গ্রহণ কর; কেন না খোদাতায়ালা বিরক্ত হইবেন না, কিন্তু তোমরা বিরক্ত হইয়া যাইবে।

মেশকাত ৪৫৫ পৃষ্ঠা ;—

হজরত ফরমাইয়াছেন, যদি কেহ এত অতিরিক্ত কোন দুনিয়ার কাজ বা এবাদাত করে যে, লোকে তাহার দিকে আঙ্গুলের ইশারা করে তবে ইহা তাহার অশুভের লক্ষণ জানিবে; কেবল খোদা যাহাকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষা পায়।

পাঠক, যাহারা হাটে বাজারে, পথে ও মাঠে ২৫ হাজার, লম্বা তছবিহ পড়িয়া থাকে, তাহাদের এই কাজ উক্ত হাদিছ সমূহের অনুসারে অগ্রাহ্য।

জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ বর্ণে বর্ণে সত্য, কেন না অনেক জোমার মুছল্লিগণকে হঠাৎ ২৫ হাজার তছবিহ পড়িতে দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম; কিছু দিবস পরে দেখিতেছি যে, এখন তাহাদের তছবিহ পড়াও নাই এবং নামাজ রোজাও নাই, এইহেতু হজরত বলিয়াছেন, যে কাজে অতি বাড়াবাড়ি করা যায়, তাহা অচিরেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

যাহারা এত অধিক পরিমাণে তছবিহ পড়িতে আরম্ভ করে, তাহারা যে আলেম মণ্ডলী ও মুসলমানগণকে নগন্য বলিয়া ধারণা করে, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে, যাহারা আলেম মণ্ডলীকে এরূপ ধারণা করে, হয় ত মৃত্যুকালে তাহাদের ইমান ধ্বংস হইবে এবং অহঙ্কারের পাপে লিপ্ত হইয়া নগন্য জীবে পরিণত হইবে। আমরা শুনিয়াছি, একজন ২৫ হাজারি লোক জোমার দিবস শেষ সারি হইতে প্রথম সারিতে যাইতেছিল, অন্যান্য মুসল্লিরা নিষেধ করায় উক্ত ২৫ হাজারি লোকটি বলিয়া উঠিল যে তোমরা জান না, আমি কিরূপ লোক—অর্থাৎ বেহেশতীদের হইয়া থাকিবে। এই হেতু হজুর

বলিয়াছেন, যাহারা অতিরিক্ত এবাদত করে, তাহাদের পরিনাম মন্দ জানিতে হইবে।

জাল গায়েব দাণি

প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি শয়তান আছে, উহাকে "নফ্ছ আম্মারা" বা খান্নাছ" বলা হয়। কোন কোন লোক পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য উক্ত নাফছ আম্মারার আমল করিতে থাকে, উক্ত আমল সিদ্ধ হইলে, নাফছের সহিত কথোপথন করিতে সক্ষম হয়! যখন কোন লোক উক্ত আমলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার নাফছ সমাগত লোকের নাফছের সহিত কথোপকথন করিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া উক্ত আলেমকে অবগত করাইয়া দেয় কাজেই সেই করিতে থাকে, তোমার দুইটি পুত্র, একটি কন্যা আছে, তুমি অদ্য ইহা খইয়াছ, তুমি এই মতলবে আসিয়াছ। এইরূপ নানা কথা বলিয়া লোককে মুগ্ধ করে। সাধারণ লোক এইরূপ প্রবঞ্চক মানুষকে "গায়েব দান" পীর ধারণা করিয়া কাফের হইয়া যায়।

উপসংহার

মেশ্কাত ৪৭০ পৃষ্ঠা ;—

و ظهرت الاصرات في المساجد

জনাব হজরত নবি করিম (দঃ) বলিয়াছেন, (কেয়ামতের একটি চিহ্ন এই যে,) মসজিদে উচ্চ শব্দ প্রকাশিত হইবে।

মেরকাত, ৫ম খন্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা ;—

কোন কোন হানাফি আলেম বলিয়াছেন, মছজিদে উচ্চ শব্দ করা যদিও জেকের প্রসঙ্গে হয়, তথাচ উহা হারাম হইবে।

সমাপ্ত

✪ কেতাব পাইবার ঠিকানা ✪

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামছুল ওলামা, ইমামুল মুহাদ্দিসিন, সুলতানুল ওয়ায়েজীন, ফখরুল মোহাক্কেকিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর এছালে ছওয়াব স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ- ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি

❋ পথ নির্দেশ ❋

বাসযোগে : কলকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি. এন. ১৮ বাস যোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (ভেলেপুকুর মোড়)।

ট্রেনযোগে- শিয়ালদাহ হইতে হাসনাবাদগামী ট্রেনে ভ্যাবলা হল্ট ও বশিরহাট ষ্টেশনে নামিয়া হুজুরের বাড়ী।